بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২রা এপ্রিল, ২০২১ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, বিগত খুতবার পূর্বে হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল, আজও তা অব্যাহত থাকবে। হযরত উসমান (রা.)'র মাঝে চারিত্রিক পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতা অনেক বেশি ছিল। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে মহানবী (সা.)-এর নিজ সাহাবীদের সম্পর্কে তাদের একেকজনের একেকটি উৎকর্ষের ব্যাপারে জানা যায়; উক্ত হাদীসে মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তাঁর উম্মতের সবচেয়ে লজ্জাশীল ব্যক্তি হলেন হযরত উসমান (রা.)। হযরত উসমান (রা.) স্বয়ং একথা বলেছেন **'আমি কখনও বেপরোয়া আচরণও করি নি, কখনও আকাঙ্ক্ষাও করি নি।'** হুযূর (আই.) ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ তিনি কখনও খিলাফত বা অন্য কোন পদ লাভের বা কোন মিথ্যা প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদা মহানবী (সা.) তাঁর কক্ষে শুয়ে ছিলেন, তাঁর হাঁটু বা পায়ের উপর থেকে কাপড় সরে গিয়েছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) ভেতরে আসার অনুমতি চাইলে মহানবী (সা.) ঐ অবস্থাতেই তাকে আসার অনুমতি দেন। তারা দু'জন কথা বলতে থাকেন; ইতোমধ্যেই হযরত উমর (রা.)ও ভেতরে আসার অনুমতি চান, মহানবী (সা.) তাকেও অনুমতি দেন এবং তার সাথে কথা বলতে থাকেন। এরপর হযরত উসমান (রা.) যখন এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চান, তখন মহানবী (সা.) উঠে বসেন এবং নিজের পোশাক ঠিকঠাক করেন, তারপর তাকে ভেতরে আসতে বলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আবু বকর ও উমর (রা.)'র আগমনে মহানবী (সা.) কোন প্রস্তুতি নেন নি, যেভাবে ছিলেন সেভাবেই তাদের ভেতরে আসতে দিয়েছেন; কিন্তু হযরত উসমান (রা.)'র শব্দ পেয়ে তিনি (সা.) সাথে সাথে উঠে বসেছেন এবং পোশাক ঠিকঠাক করে তারপর দেখা করেছেন, এর কারণ কী? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, **'আমি কি সেই ব্যক্তিকে লজ্জা করব না, যাকে ফিরিশ্তারাও লজ্জা পান? সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ! নিশ্চয় ফিরিশ্তারা উসমানকে সেভাবেই লজ্জা পায়, যেভাবে তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে লজ্জা পায়! যদি উসমান ভেতরে আসতো এবং তুমি আমার কাছে থাকতে, তাহলে সে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত একবারও মাথা তুলে তাকাতো না, কিংবা একটা কথাও বলতো না।'**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'করীম' এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত উসমান (রা.)'র এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা.)'র ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর লজ্জা অবলম্বনের ঘটনা থেকে তিনি (রা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, যিনি 'করীম' গুণের অধিকারী, তাকে লজ্জা করতে হয়; হযরত উসমান (রা.) যেহেতু মানুষজনকে লজ্জা করতেন, তাই মহানবী (সা.)-ও তাকে লজ্জা করেছেন। খোদা তা'লা যেহেতু করীম, তাই মানুষের পাপ থেকে বাঁচার, পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত, তাঁর সামনে পাপ করতে লজ্জা বোধ করা উচিত, তাঁর আদেশ মান্য করা উচিত। এটা যেন না হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা করীম বলে মানুষ পাপে ধৃষ্ট হয়ে যায় আর ভাবে— **'আল্লাহ্ তা'লা তো করীম, আমরা পাপ করলেও সমস্যা নেই; তিনি দয়া করবেন, আমাদের ক্ষমা করে দেবেন!'**

হযরত উসমান (রা.)'র সরলতা ও আড়ম্বরহীনতা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ্ রূমীর একটি বর্ণনা সুপ্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা.) রাতের বেলা নিজেই ওযু করার ব্যবস্থা করে নিতেন। তার কাছে নিবেদন করা হয়, তিনি কোন ভৃত্যকে এর ব্যবস্থা করতে বললে সে সানন্দে তা করবে। কিন্তু তিনি এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেন, **'না! রাত তো তাদের নিজেদের জন্য, তখন তারা বিশ্রাম নেয়।'** একবার হযরত উসমান (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন, তাদেরকে খুব শক্তভাবে কোন বিষয়ে সতর্ক করেন ও আল্লাহ্কে ভয় করার কথা স্মরণ করান। তখন হযরত আমর বিন আস তাকে বলেন, **'হে উসমান, আপনি এই উম্মতকে অনেক কঠিন কথার সম্মুখীন করেছেন! তাই আপনিও তওবা করুন, আর তারাও আপনার সাথে তওবা করুক।'** হযরত উসমান (রা.) বিন্দুমাত্র আপত্তি বা সংকোচ করেন নি যে, তার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়, তিনি তো যথার্থভাবে আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করেন; বরং তিনি তৎক্ষণাৎ কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দোয়া করেন- **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা', 'হে আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি!'** উপস্থিত সবাই হাত তুলে তার সাথে দোয়ায় অংশ নেন। তিনি এতটাই খোদাভীরু ও বিনয়ী ছিলেন যে, কোন তর্কে যান নি, সাথে সাথে হাত তুলে উম্মতের জন্যও দোয়া করেছেন, নিজের জন্যও দোয়া করেছেন!

হযরত উসমান (রা.)'র দানশীলতা ও বদান্যতা সম্পর্কে তো ইতোপূর্বেও অনেক বর্ণনার উল্লেখ করা হয়েছে; হযরত উসমান (রা.) স্বয়ং বলেন, **'আমি দশটি বিষয় আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে লুকিয়ে রেখেছি। আমি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি; আমি কখনও বাজে বিষয়াদি সম্পর্কে কোন গান শুনি নি, কখনও মিথ্যা বলি নি। যেদিন থেকে আমি মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করেছি, সেদিন থেকে আমি ডানহাত দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করি নি। আর ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন জুমুআর দিন অতিবাহিত হয় নি যেদিন আমি কোন ক্রীতদাস মুক্ত করি নি; জুমুআর দিন কোন ক্রীতদাস না থাকলে সপ্তাহের অন্য কোন দিন এর পরিবর্তে দাস মুক্ত করেছি। আর আমি অজ্ঞতার যুগেও কখনও ব্যভিচার করি নি, ইসলাম গ্রহণের পরও কখনও ব্যভিচার করি নি।'** হযরত উসমান (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস আবু সাঈদ বর্ণনা করেন, অবরুদ্ধ থাকাকালেও তিনি বিশজন দাস মুক্ত করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে কোন যুদ্ধাভিযানে ছিলেন; এক পর্যায়ে ক্ষুধার তাড়নায় মুসলমানদের চেহারায় তিনি উদ্বেগ এবং মুনাফিকদের চেহারায় আনন্দের ছাপ দেখতে পান। মহানবী (সা.) এই অবস্থা দেখে বলেন, **'সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের রিযকের ব্যবস্থা করে দিবেন।'** হযরত উসমান (রা.)'র কানে এই কথা পৌঁছলে তিনি তৎক্ষণাৎ শস্যে বোঝাই ১৪টি উট কেনেন এবং ৯টি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। এই অবস্থা দেখে মুনাফিকদের মুখ কাল হয়ে যায়। মহানবী (সা.) দু'হাত তুলে প্রাণভরে হযরত উসমানের জন্য দোয়া করেন। ইবনে সাঈদ বর্ণনা করেন, ছোটবেলায় তার কাছে একটি পাখি ছিল, একদিন তিনি মসজিদে পাখিটি ওড়াচ্ছিলেন। তিনি দেখেন, মসজিদে অত্যন্ত সুদর্শন এক ব্যক্তি মাথার নিচে ইট দিয়ে শুয়ে আছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'বাবু, তুমি কে?' ইবনে সাঈদ নিজের পরিচয় দিলে তিনি একজনকে পাঠিয়ে তার জন্য একটি পোশাক আনান, তাকে সেটি পরিয়ে দেন ও তার পকেটে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেন। বাড়ি ফিরে তিনি তার পিতাকে সবকিছু খুলে বললে তার পিতা বলেন, **'বাবা, জান তিনি কে? তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান বিন আফফান!'** হযরত তালহা (রা.) হযরত উসমান (রা.)'র কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন; যখন তিনি তা ফেরত দিতে চান তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, **'আপনার বদান্যতার কারণে আমি এই অর্থ আপনাকে উপহার দিয়েছি, এটি ফেরত নেব না।'**

হযরত উসমান (রা.) কাতেবে ওহী বা ওহী লিপিবদ্ধ করারও সৌভাগ্য লাভ করেন, সূরা মুয্যাম্মিল যখন অবতীর্ণ হয় তখন তা হযরত উসমান (রা.) লিপিবদ্ধ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এই ঘটনা প্রচণ্ড গরমের এক রাতে ঘটেছিল; হযরত জিব্রাঈল মহানবী (সা.)-এর প্রতি ওহী করছিলেন এবং তিনি (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে বলছিলেন, **'হে উসমান, লিখতে থাক!'** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূল (সা.)-এর এরূপ নৈকট্য অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কাউকেই দিয়ে থাকেন।'**

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে প্রথম কুরআনের লিখিত কপি প্রস্তুত করা হয় বা কুরআন সংকলন করা হয়, হযরত আবু বকর (রা.)'র জীবদ্দশায় সেটি তার কাছেই সংরক্ষিত ছিল। তার মৃত্যুর পর তা হযরত উমর (রা.)'র কাছে সংরক্ষিত থাকে, তার মৃত্যুর পর এটি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)'র কাছে সংরক্ষিত থাকে। আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয়ের জন্য সিরিয়াবাসীদের সাথে যুদ্ধ শেষে হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা.)-কে অবগত করেন যে, সেখানে তিনি বিভিন্ন লোকদের ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কুরআন পড়তে দেখেছেন; তিনি শংকা প্রকাশ করেন, মুসলমানরাও হয়তো ভবিষ্যতে ইহুদী খ্রিস্টানদের মত আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তিনি যেন উম্মতকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করেন। হযরত উসমান (রা.) তখন হযরত হাফসার কাছ থেকে কুরআনের সেই মূল কপিটি আনিয়ে নেন এবং **হযরত যায়েদ বিন সাবেত, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের, সাঈদ বিন আস ও আব্দুর রহমান বিন হারেস (রা.)-কে** সেটির আরও কয়েকটি কপি প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেন। শেষোক্ত তিনজনকে, যারা কুরাইশ ছিলেন, তাদেরকে তিনি একথাও বলে দেন, যদি কুরআনের কোন অংশের বা শব্দের ব্যাপারে হযরত যায়েদের সাথে তাদের ভিন্নমত থাকে, তাহলে তা যেন তারা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, কারণ কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। নতুন কপি প্রস্তুত হলে মূল কপিটি তিনি হযরত হাফসা (রা.)-কে ফিরিয়ে দেন এবং বিভিন্ন দেশে এই কপিগুলো পাঠিয়ে নির্দেশ দেন, এগুলো ছাড়া কুরআনের অন্যান্য কপি যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র বরাতে হুযূর (আই.) এই বিষয়টি সবিস্তারে আলোকপাত করেন। শিয়ারা আপত্তি করে যে, হযরত উসমান (রা.) নাকি কুরআনের অন্যান্য কপি পুড়িয়ে ফেলিয়েছিলেন, অথচ তার উদ্দেশ্য নিতান্ত মহৎ ছিল এবং এটি করার কারণেই আজ পৃথিবীতে কুরআনের আদি-অবিকৃত রূপটি বিদ্যমান রয়েছে। যখন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, তা কুরাইশদের ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল; কিন্তু কুরাইশরা ছিল শহরের লোক এবং তাদের উচ্চারণ সুস্পষ্ট ছিল। আরবের অন্যান্য স্থান যেমন তায়েফ, নজদ, ইয়েমেন প্রভৃতি ও বেদুইনদের ভাষা সম্পূর্ণ এক ছিল না। এজন্য মহানবী (সা.) অনুমতি দিয়েছিলেন, সবাই তাদের নিজেদের ভাষায় কুরআনের আয়াতের মূল অর্থ ঠিক রেখে সমার্থক বা উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে পড়তে পারে। এটি নিয়েই প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যে হযরত উমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-কে কোন একটি সূরা ভিন্নরূপে পড়তে দেখে তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে যান এবং অভিযোগ করেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনি আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন, এটি তো তার থেকে ভিন্ন।'** মহানবী (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদের পঠনকেও সঠিক আখ্যা দেন ও বলেন, কুরআন সাতটি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিশ বছর অতিবাহিত হবার পর, যখন মদীনা আরবের রাজধানী হওয়ার কারণে সব স্থানের মানুষই সেখানে আসা-যাওয়ার ফলে হেজাযের ভাষা রপ্ত করে নিয়েছিল এবং ভাষা ও সংস্কৃতির সেই দূরত্ব আর ছিল না, বরং সব একীভূত হয়ে গিয়েছিল, তখন হযরত

উসমান (রা.) ঐক্য ও অভিন্নতা বজায় রাখার জন্য এবং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা এড়ানোর লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসারের প্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, যদি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহারের সেই সুযোগ এখনও থাকতো, তাহলে কুরআন সম্পর্কে ব্যাপক সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতো এবং এর অবিকৃত থাকার বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করার সুযোগ পেত। অথচ হযরত উসমান (রা.)'র সেই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে চরম ইসলাম-বিদ্বেষীরাও একথা স্বীকার করে যে, কুরআন হুবহু সেই রূপেই বর্তমানে বিদ্যমান, যেমনটি তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময় ছিল।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) পুনরায় পাকিস্তান ও আলজেরিয়াসহ বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান করেন; আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিপদাপদ দূর করুন। জুমুআর পর হুযূর (আই.) চীনা ভাষায় জামাতের নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করবেন বলেও ঘোষণা করেন এবং এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে চীনাভাষিদের মাঝে খাঁটি ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী প্রচার হবে— সেই দোয়া ও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এরপর হুযূর সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদীর গায়েবানা জানাযা পড়ানোরও ঘোষণা দেন এবং তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন; তারা হলেন মুরব্বী সিলসিলা মোহতরম ইউনুস খালিদ সাহেব, আইভরিকোস্টের মোকাররম ডা. নিজামুদ্দীন বুদান সাহেব, ডা. রাজা নাসীর আহমদ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা সালমা বেগম সাহেবা, আব্দুল বাকী আরশাদ সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররমা কিশওয়ার তানভীর আরশাদ সাহেবা এবং সুদানের প্রথমদিকের একজন আহমদী মোকাররম আব্দুর রহমান হুসাইন মুহাম্মদ খায়ের সাহেব। হুযূর তাদের রূহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করেন এবং তাদের পদমর্যাদা উন্নত হওয়ার জন্য দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]